কিংজন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্র-সাবিত্র-যাজ্ঞিকৈঃ।
কর্ম্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা ॥

শ্রুতেনতপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ।
বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়রাধসা ॥

কিংবা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি।
কিংবাশ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ ॥

শ্রেয়সামপি সর্ব্বেষামাত্মা হ্যবধিরর্থতঃ।
সার্ব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবদ্ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদও ৪।৩১।৯ হইতে ৬টি শ্লোকে বিধি ও নিষেধ মুখে যে প্রকারে বলিয়াছেন, তাহাই দেখাইতেছেন— হে প্রচেতাগণ! সেইটিই জন্ম, সেই সকলই কর্ম্ম, সেইটিই যথার্থ পরমায়ু সেইটিই মন, সেইটিই বচন মানব-মাত্রের—যে জন্ম দ্বারা, যে কর্ম্ম দ্বারা, যে পরমায়ু দ্বারা, যে মন দ্বারা, যে বচনের দ্বারা বিশ্বাত্মা ঈশ্বর শ্রীহরি সেবিত হন। জন্মাদির শ্রীহরিসেবাই মুখ্য ফল। হরিসেবা বিহীন জন্মাদি সকলই বিফল। শৌক্র, সাবিত্র ও যাজ্ঞিকভেদে তিন প্রকার জন্ম দ্বারাই বা তাঁহার কি লাভ? বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানেই বা কি তার লাভ? পুরুষের দেবগণের মত দীর্ঘ পরমলাভেই বা কি ফল? সাঙ্গবেদাধ্যয়নেই বা কি লাভ? দুঃখময় তপস্যাতেই বা কি ফল? বচনশক্তির যথেষ্ট ব্যবহারেই বা কি লাভ হইতে পারে? চিন্তাশীল চিত্তবৃত্তি দ্বারাই বা কি হইতে পারে? সদসৎ বিচার-নিপুণা বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারাই বা কি লাভ হইতে পারে? ইন্দ্রিয়-গণের নৈপুণ্যযুক্ত শারীরিক বলেই বা কি হইতে পারে? প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানেই বা কি হইতে পারে? দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান অনুশীলনেই বা কি লাভ? সন্ন্যাস ও বেদাভ্যাসেই বা কি ফল ফলিবে? এক দুই করিয়া কত উল্লেখ করিব? ব্রত বৈরাগ্য প্রভৃতি মঙ্গলজনক রাশি রাশি সাধনেই বা কি লাভ? যে সকল সাধন-অনুষ্ঠান করিলে ভগবান্ শ্রীহরি আত্মদান না করেন। যদি কেহ বলেন—এই সকল সাধনের নানা ফলপ্রাপ্তির কথা শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব, একমাত্র শ্রীহরিসেবা-প্রাপ্তির অভাবেই এই সকল সাধন কেন বিফল হইবে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—মাঙ্গলিক ফলের আত্মাই পরাকাষ্ঠা। অর্থাৎ অন্তরে ও বাহিরে শ্রীহরিস্ফূর্ত্তিই নিখিল সাধনের মুখ্যফল। যদি রাশি রাশি সাধন করিয়া অন্তরে ও বাহিরে শ্রীহরিস্ফুর্ত্তিলাভ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে সমস্ত সাধনই ব্যর্থ। যেহেতু পরমার্থ-বিচারে আত্মার্থ রূপেতেই